ব্যাচেলার

রাধাকিষণ বললো, 'অনেক চিঠিপত্র এসেছে আর চৌধুরী মেমসাব এসেছিলেন।'

'কবে এসেছিলেন?'

'তিন-চার দিন।'

'কিছু বলে গেছেন?'

'জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কবে আসবেন, আর একটা চিঠি দিয়ে গেছেন।'

'উনি জানেন আমি আজ আসছি?'

'হ্যাঁ সাব। আমি বলেছি।'

'চিঠি কবে দিয়ে গেলেন?'

'আজই।'

বাড়িতে এসেই রঞ্জনার চিঠি পড়লাম।...'যত রাত্রিই হোক একবার আমার এখানে আসবেন।'

হাতের ঘড়িতে দেখলাম দশটা বেজে গেছে। মিনিট খানেক ভাবলাম। তারপরই একটা ট্যাকসি নিয়ে চলে গেলাম।

আমি ট্যাকসি থেকে নামতেই দেখি রঞ্জনা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাকসি ছেড়ে দিলাম না, ড্রাইভারকে দাঁড়াতে বললাম।

এক পা এগুতেই রঞ্জনা বললো, 'আসুন।'

আমি একটি কথা না বলে ওর পিছন পিছন উপরে উঠলাম। সামনের ঘরে ঢুকতেই বললো, 'বসুন।'

বসলাম।

পাশের ঘর থেকে ছেলেকে কোলে করে এনে আমার সামনেই বসে পড়ে বললো, 'আজ এর জন্মদিন। আপনি যদি একটু আশীর্বাদ করতেন...'

রঞ্জনা আর কথা বলতে পারল না।

আমি ওর কোল থেকে ছেলেটাকে দু হাতে তুলে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম।

আমার পায়ের উপর রঞ্জনার কয়েক ফোঁটা গরম চোখের জল পড়তেই ওকেও আমি বুকের মধ্যে টেনে নিলাম।

—